১৭৭

দৈনিক বাংলা

101

তারিখ ...... 15/3/82 ...
পৃষ্ঠা ...... 5 কলাম ... 7 ...

শিক্ষা বিভাগের অস্থায়ী কর্মচারী

বর্তমান সরকার দেশের উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্নমুখী পরিকল্পনার পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে সরকার বৃটিশ আমলের পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থাকে গণমুখী করার জন্যে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন এবং একটি শিক্ষা ডাইরেক্টরেটকে ভেঙ্গে দু'টো ডাইরেক্টরেটে বিভক্ত করেছেন। এজন্যে আমরা খুশী হয়েছি।

কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে যারা নিয়োজিত তাদের কাছে সুষ্ঠুভাবে সার্ভিস পেতে হলে তাদের অভাব-অভিযোগগুলো যে খতিয়ে দেখা দরকার সেকথা কেউ ভাবছেন না। এতে স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কর্মচারীরা হতাশায় ভুগছেন এবং ফলে এদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারের অন্যান্য বিভাগের চাইতে শিক্ষা বিভাগে এই হতাশা বেশী।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে যে ৪৭টি পিটিআই আছে তাতে ৪৭ জন সুপারিনটেনডেন্ট ৪৭ জন সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট এবং অসংখ্য শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত আছেন। এইসব শিক্ষক কর্মচারী যুগের পর যুগ চাকরি করে একদিন ইহধাম ত্যাগ করতে চলে গেলেও চাকরিতে স্থায়ী হবার সুযোগ পান না। শুধু তাই নয়—এখানে অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে উল্লিখিত ৪৭টি পিটিআইয়ের সবগুলো সহকারী সুপারের পদই স্থায়ী হলেও ৪৭টির মধ্যে মাত্র ২৪টি সুপার পদ স্থায়ী। বাকী ২৩টি পদ অস্থায়ী। তবে পদগুলো স্থায়ী হলেও পদধারী ব্যক্তিরা কিন্তু স্থায়ী হতে পারে না। পিটিআই স্থায়ী এবং সহকারী সুপারের সবগুলো পদ স্থায়ী হলেও সুপারের অর্ধেক পদ কেন অস্থায়ী সে সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোন কর্তৃপক্ষ কিছু বলতে পারেননি।

শিক্ষা বিভাগের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্যে আজ হাজার হাজার শিক্ষক কর্মচারী অস্থায়ী কর্মচারী হিসেবে চাকরি করছেন। গত বিশ বছরে শতশত শিক্ষক কর্মচারী যে স্থায়ী হবার আগেই অবসরগ্রহণ করে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন তার ইয়ত্তা নেই। মৃত্যুর আগে অর্থসম্পদ নয় শুধু চাকরিতে স্থায়ী হবার বাসনা তাদের অপূর্ণই রয়ে গেল।

মাননীয় শিক্ষা অধিকর্তাদের কাছে তাই আমাদের আবেদন যা গেছে যাক। অন্তত আগামীতে যারা অবসর নেবেন তাদের দিকে চেয়ে এব্যাপারে একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে যদি স্থায়ীকরণের প্রক্রিয়া যথা নিয়মে চলে তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তা কেন চলবে না এই আমাদের জিজ্ঞাসা।

—জনৈক সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট
কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ